ভাবনাধারা

প্রভাষ আমিন

বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সবাই শিবির বা হিযবুত তাহরীর, এমন অভিযোগ যারা করেন, আমি তাদের সঙ্গে মোটেও একমত নই। কিন্তু এটা সত্যি ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্রলীগকে ঠেকাতে পারলে অপশক্তিরই সুবিধা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তাই সেই অপশক্তিকেই স্পেস দিচ্ছে

প্রিয় মেধাবী, কোন পক্ষে যাবে তুমি?

দুদিন আগে আমার এক বন্ধু ফোন করলেন। তার কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। তার সন্তান বুয়েটে পড়ে। আন্দোলনেও সক্রিয়। কিন্তু সেই বন্ধুটি সরকারি চাকরি করেন। তিনি নিজে সরকার সমর্থক, ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ করেছেন। এখনও সরকারের পক্ষে কাজ করেন। কিন্তু তার সন্তান বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। ছাত্রলীগের ঘোরতর সমালোচক। নিজে ছাত্রজীবনে রাজনীতি করেছেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। এখন সন্তানকে কীভাবে আন্দোলনে যেতে বাধা দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তানের পছন্দেই বা বাদ সাধবেন কীভাবে? তার কণ্ঠে একই সঙ্গে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং অসহায়ত্ব। তার ভয়, আন্দোলন করার কারণে তার সন্তানের কোনো সমস্যা হয় কিনা। তার চেয়ে বেশি ভয়, তার সন্তানের গায়েও শিবিরের ট্যাগ লাগানো হয় কিনা। শুধু সেই বন্ধু নয়, বুয়েট শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে এখন এই সমস্যা। তবে আমার বিবেচনায় অভিভাবকদের চেয়ে বুয়েট শিক্ষার্থীদের সংকটটা বেশি। তারা আসলে কোন পক্ষে যাবে?

সবাই মানবেন, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা সবাই মেধাবী। শুধু মেধাবী নয়, তারা সবচেয়ে মেধাবী। কারণ এইচএসসি পাসের পর ভর্তিযুদ্ধে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দই থাকে বুয়েট। এই বুয়েট থেকে যুগে যুগে অনেক মেধাবী প্রকৌশলী বেরিয়ে দেশে-বিদেশে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। যদিও তাদের সবার মেধার সঠিক প্রয়োগ আমরা করতে পারি না। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও বড় বড় প্রকল্পে মূল কাজটা করেন জাপান বা চীন থেকে আসা প্রকৌশলীরা। আবার বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলীদের অনেকে দেশে সঠিক মূল্যায়ন না পেয়ে বিদেশে গিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করছেন। আমরা যেমন বিদেশি প্রকৌশলীর ওপর ভরসা করি। আবার বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের ওপর ভরসা করেন। তাদের কাছে অবশ্য বাংলাদেশি প্রকৌশলীরাও বিদেশি প্রকৌশলীই। আমাদের বুয়েটের মেধাবী প্রকৌশলীরা ছড়িয়ে পড়ুক দেশে-বিদেশে। কিন্তু শুধু মুখ গুঁজে বই পড়ে পাস করলেই ভালো প্রকৌশলী হওয়া যায় না। ভালো প্রকৌশলী হতে হলে তাকে মানবিক হতে হবে, দেশপ্রেম থাকতে হবে, বিবেচনাবোধ থাকতে হবে। ভালো-মন্দ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে, প্রজ্ঞা থাকতে হবে। কদিন আগে বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া শিক্ষার্থীর একটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ঘুমানো, নামাজ এবং খাওয়া ছাড়া বাকি পুরো সময়টা তিনি ভর্তির প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ নিয়ে অনেকেই তাকে ট্রল করেছেন। একজন মানুষ কীভাবে তার দিনের রুটিন সাজাবেন, সেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু এই বয়সের একটা ছেলে খেলাধুলা করবে না, গান শুনবে না, সিনেমা দেখবে না, পত্রিকা পড়বে না; এটা স্বাভাবিক নয়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া শিক্ষার্থী যদি বুয়েটে এসেও একই রুটিন বজায় রাখেন। তাহলে তিনি খুব ভালো ফলাফল করে প্রকৌশলী হতে পারবেন। হয়তো ভালো চাকরিও পাবেন। কিন্তু দেশের, মানুষের, সভ্যতার তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না। সবচেয়ে মেধাবীরাই যদি সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। মানুষের জীবনে সবকিছুতে রাজনীতি আছে। তাই রাজনীতি সচেতনতা ছাড়া বেড়ে ওঠা একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। 'আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতি ভালো লাগে না' এই মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম দেশের জন্য বিপজ্জনক। আমি নিজে তুমুল রাজনীতিমুখী মানুষ। রাজনীতির একশটা, হাজারটা সমস্যা আছে। তারপরও আমি

বিশ্বাস করি, রাজনীতিই আমাদের শেষ ভরসা। এই শিক্ষা আমার জীবন থেকে নেওয়া। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ব্যয় করেছি নিজের ছাত্রজীবনের একটা বড় অংশ। তাতে একাডেমিক ক্যারিয়ারের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেয়েছি সেই রাজনীতি থেকেই। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতির কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ছাত্র রাজনীতি একজন ছাত্রকে সাহসী করে, দায়িত্বশীল করে, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে ভাবতে শেখায়। জীবনের সমস্যাগুলো সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে শেখায়। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নেতৃত্ব দিতে শেখায়। বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থীরা যদি ছাত্রজীবন থেকে নেতৃত্বগুণ নিয়ে বেড়ে ওঠেন, ভবিষ্যতে তিনি সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এটা ভুল অবস্থান। তারা দাবি জানাতে পারে, অসুস্থ ছাত্র রাজনীতি চাই না। সমস্যা তো ছাত্র রাজনীতির নয়। সমস্যা এখন ছাত্র রাজনীতির নামে যা চলছে সেটা।

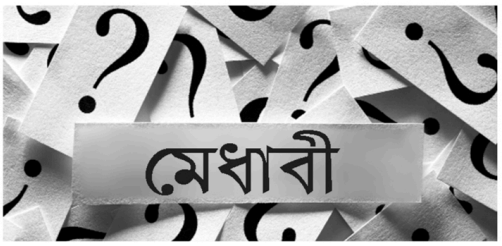

বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। ছাত্র রাজনীতি যদি খারাপ হয়, সেটা তো সবার জন্যই খারাপ, শুধু বুয়েটের জন্য নয়। শুধু বুয়েটের শিক্ষার্থীদেরই কি পড়াশোনা করতে হয়? যতই আপনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখেন। রাজনীতি কিন্তু আসলে বন্ধ থাকে না। বরং সুস্থ রাজনীতির শূন্যতা পূরণ করে অপরাজনীতি, অপশক্তি। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি তারুণ্যকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না। তারা কিছু না কিছু করবেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। বুয়েটে স্বাভাবিক ধারার ছাত্র রাজনীতির অনুপস্থিতিতে শিকড় গেড়েছে সাম্প্রদায়িকতা আর জঙ্গিবাদ। হিযবুত তাহরীর নির্বিঘ্নে সেখানে তাদের তৎপরতা চালায়। শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসে বুয়েট থেকে। টাঙ্গুয়ার হাওড়ে গিয়ে আটক হওয়া শিবির কর্মীরা বুয়েটে নিরাপদে পড়াশোনা করছে। শিবির বা হিযবুত তাহরীর নিয়ে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আপত্তি নেই। তাদের সব আপত্তি ছাত্রলীগের ব্যাপারে। ছাত্রলীগের ব্যাপারে তাদের শঙ্কা নিয়ে আমার দ্বিমত নেই। আবরার ফাহাদ নির্মম হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি এখনও তারা ভুলে যায়নি। কিন্তু ছাত্রলীগ বা ছাত্র রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বিকল্প যদি শিবির আর হিযবুত তাহরীর হয়; তাহলে সেটা দেশের জন্যই বিপজ্জনক। টাঙ্গুয়ার হাওড়ে আটক হওয়া চার শিবির কর্মী বুয়েট সাংবাদিক সমিতিতে আছে। তার মানে শিবির আর হিযবুত তাহরীর নানাভাবে বুয়েট দখল করার কৌশল নিয়েছে। অন্য সংগঠনগুলো সেখানে ঢুকতেই পারছে না।

ছাত্রলীগ সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভয়ের কথাটি জানেন বুয়েট উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদারও। তিনি বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি ছাত্রলীগের কার্যক্রম দেখে, তাদের ভালো কাজগুলো দেখে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে– তাহলে এক সময় হয়তো শিক্ষার্থীদের মনে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে ভয় থাকবে না। তখন তারা হয়তো এ বিষয়ে ওপেন মাইন্ডেড হবে।' সমস্যা হলো ভয় কাটিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ভালো কাজ ছাত্রলীগ গত দেড় দশকে করেনি।

ছাত্রলীগের ভালো কাজ কী, এই প্রশ্নের জবাবে বুয়েট উপাচার্জ বলেছেন, 'ছাত্রলীগের মাধ্যমেই তো বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল। ছাত্রলীগের মাধ্যমেই আমাদের ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছিল।' উপাচার্য যা বলেছেন, তা সত্য। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস আসলে ছাত্রলীগেরই ইতিহাস। কিন্তু অতীতের গৌরব দিয়ে তো বর্তমান অপকর্মকে আড়াল করা যাবে না।

বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সবাই শিবির বা হিযবুত তাহরীর, এমন অভিযোগ যারা করেন, আমি তাদের সঙ্গে মোটেও একমত নই। কিন্তু এটা সত্যি ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্রলীগকে ঠেকাতে পারলে অপশক্তিরই সুবিধা হয়।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তাই সেই অপশক্তিকেই স্পেস দিচ্ছে। শুরুতেই যেমনটি বলেছি, অভিভাবকদের চেয়ে শিক্ষার্থীদের সংকটটাই বেশি। একদিকে দানব হয়ে ওঠা ছাত্রলীগ, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। কোনদিকে যাবে আমাদের মেধাবী তারুণ্য। শুধু বুয়েট নয়, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সুস্থ ছাত্র রাজনীতির চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। হল দখল, নির্যাতন, র‍্যাগিং, জোর করে মিছিলে নেওয়া, ক্যাম্পাসে একটিমাত্র সংগঠনের উপস্থিতির বিরুদ্ধে সব সংগঠনের অবাধ রাজনীতির সুযোগ দিতে হবে। মেধাবী তারুণ্য যেন তার পছন্দ বেছে নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে মেধাবী তারুণ্যকেই।

প্রভাষ আমিন : বার্তাপ্রধান এটিএন নিউজ